নির্ভরযোগ্য হাদিস ও আছারের আলোকে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত দরূদ ও সালাম, এর ফজিলত ও তদসংক্রান্ত অন্যান্য বিষয়ের ওপর তথ্যসমৃদ্ধ ও প্রামাণ্য একটি গ্রন্থ

দরূদ ও সালাম

গ্রন্থনা : মাওলানা মাহবুবুল হাসান আরিফী

উসতাযুল হাদিস, জামিয়া ইসলামিয়া, মোমেনশাহী

সম্পাদনা : মাওলানা শফীকুর রহমান জালালাবাদি

শায়খুল হাদিস, আল-জামিয়াতুল ইমদাদিয়া, কিশোরগঞ্জ

সন্দীপন

প্রকাশন লিমিটেড

শায়খুল ইসলাম সাইয়্যেদ হোসাইন আহমদ মাদানী ﵀-এর সুযোগ্য
ছাত্র, জামালুল কুরআন ঢাকা-এর শায়খুল হাদিস, **মাওলানা আব্দুল হক**
জালালাবাদি সাহেব দামাত বারাকাতুহুম-এর

বাণী ও দুআ

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ، اَمَّا بَعْدُ

দরূদ এতই গুরুত্বপূর্ণ যে, এর আদেশকালে আল্লাহ তাআলা ভূমিকাস্বরূপ বলেছেন, এটি খোদ আল্লাহ তাআলা ও ফেরেশতাকুলের চিরাচরিত অভ্যাস। কুরআনুল কারীমে ইরশাদ হয়েছে :

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

দরূদ পাঠের গুরুত্ব অনুধাবন করার জন্য এই আয়াতটিই যথেষ্ট। উপরন্তু রয়েছে নবি কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত দরূদ পাঠের ফজিলত সংক্রান্ত অসংখ্য হাদিস।

দরূদের গুরুত্ব অনুধাবন করে স্নেহাস্পদ মাওলানা মাহবুবুল হাসান আরিফী এ বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনায় হাত দেয় এবং যথেষ্ট পরিশ্রম করে এ-সংক্রান্ত অনেক তথ্য-উপাত্ত একত্র করে। আমি কিতাবটির বেশির ভাগ পড়ে দেখেছি। আলহামদুলিল্লাহ, কিতাবটি দেখে মুগ্ধ হয়েছি। সে এ বিষয়ে এমন কিছু তথ্য উপস্থাপন করেছে, যা সাধারণ মানুষ তো দূরের কথা, অনেক আলিমেরও জানা নেই। আল্লাহ তাআলা তার ইলম ও আমলে বরকত দান করুন এবং সবাইকে কিতাবটি থেকে উপকৃত হওয়ার তাওফিক দান করুন। এর ওসিলায় লেখক, পাঠক এবং প্রকাশক-সহ সবাইকে নাজাত দান করুন, আমিন। وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

আব্দুল হক
যিলকদ, ১৪৩৭ হিজরি

সূচিপত্র

ভূমিকা..... ২১

প্রথম অধ্যায় : সালাতের অর্থ ও দরূদ পাঠের উদ্দেশ্য.....২৫

সালাতের অর্থ ২৫

দরূদকে যে কারণে সালাত বলা হয়..... ২৬

সালাত শব্দের প্রয়োগক্ষেত্র ২৭

আল্লাহ তাআলার সালাত প্রেরণের অর্থ ২৮

ফেরেশতাদের সালাতের অর্থ.....২৯

সাধারণ মু'মিনদের সালাতের অর্থ.....৩০

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ-এর ব্যাখ্যা..... ৩১

দরূদ পাঠের মাকসাদ (উদ্দেশ্য) ও হিকমত..... ৩১

দ্বিতীয় অধ্যায় : সালাম পাঠের ফযিলত এবং না পড়ার পরিণাম... ৩৫

রহমত, নেকি, মর্যাদা এবং পাপ মোচনের উপায়..... ৩৭

দরূদ পাঠকারীর জন্য ফেরেশতাদের দুআ ৪০

দরূদ নবিজির নিকটবর্তী হওয়ার মাধ্যম.....৪১

দরূদ কাফফারাহ ও যাকাত স্বরূপ.....৪১

দরূদ পাঠের দ্বারা নবিজির শাফাআত লাভ হয়.....৪২

দরূদ পাঠের দ্বারা গোনাহ মোচন হয় এবং ইহলৌকিক পারলৌকিক মাকসুদ পূরণ হয়.....৪২

দরূদ দুআ কবুলের মাধ্যম ৪৪
নবিজির কাছে পাঠকারীর নামসহ দরূদ পেশ করা হয়.....৪৭
দরূদ সদকা স্বরূপ ৪৮
দরূদ পাঠ করলে প্রয়োজন পূরণ হয়..... ৪৯
দরূদ না পড়ার পরিণাম ; দরূদ না পড়লে জান্নাতের পথ চিনতে ভুল করবে৪৯
দরূদের ব্যাপারে গাফেল ব্যক্তির বঞ্চনা.....৫০
যে দরূদ পড়ে না সে কৃপণ ও গোমরাহ.....৫১
যে বৈঠক আক্ষেপের কারণ হবে.....৫১
দরূদ পাঠের দ্বারা দুনিয়াবি উপকার ৫২
একনজরে দরূদ পাঠের ফযিলত ও উপকারিতা ৫৩

তৃতীয় অধ্যায় : দরূদ পাঠের কতিপয় আদব ও মাসআলা ৫৫

কতিপয় আদব.....৫৬
দরূদ পাঠ সংক্রান্ত কিছু মাসআলা ৫৭

চতুর্থ অধ্যায় : হাদীসে বর্ণিত দরূদ ও সালাম ৬২

হাদীসে বর্ণিত দরূদসমূহ..... ৬৪
১. কা'ব ইবনে উজরা ﵁ থেকে বর্ণিত..... ৬৪
২. আবু হুমাইদ সায়িদি ﵁ থেকে বর্ণিত..... ৬৬
৩. বশির বিন সাদ ﵁ থেকে বর্ণিত ৬৭
৪. আবু সাঈদ খুদরি ﵁ থেকে বর্ণিত.....৬৮
৫. আবু মাসউদ ﵁ থেকে বর্ণিত..... ৬৯
৬. আব্দুর রহমান ইবনে বিশর ইবনে সা'দ ﵁ থেকে বর্ণিত ৭১
৭. জনৈক সাহাবি থেকে বর্ণিত ৭২

৮. রুয়াইফি বিন ছাবিত থেকে বর্ণিত ৭২
৯. আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত ১ম দরূদ.....৭৩
১০. আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত ২য় দরূদ ৭৩
১১. আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত ৩য় দরূদ ৭৪
১২. আবু সাঈদ খুদরি ﵁ থেকে বর্ণিত.....৭৪
১৩. যায়েদ ইবনে খারিজা ﵁ থেকে বর্ণিত দরূদ..... ৭৫
১৪. তালহা বিন উবায়দুল্লাহ ﵁ থেকে বর্ণিত দরূদ..... ৭৫
১৫. হাসান ﵁-এর সূত্রে বর্ণিত প্রথম হাদিস ৭৬
১৬. হাসান ﵁-এর সূত্রে বর্ণিত দ্বিতীয় হাদীস.....৭৭
১৭. আবুদ দারদা ﵁ থেকে বর্ণিত ৭৭
দুর্বল সনদে বর্ণিত আমলযোগ্য কয়েকটি দরূদ ৭৭
১. ইবনে মাসউদ ﵁-এর বর্ণনা ৭৭
২. বুরাইদা খুযায়ি ﵁-এর বর্ণনা ৭৮
৩. ইবনে মাসউদ ﵁-এর দরূদ ৭৮
৫. ইবনে আব্বাস ﵁-এর বর্ণনা.....৭৯
হাদীস থেকে বর্ণিত সালাম পাঠের শব্দমালা.....৮০
১. ইবনে মাসউদ ﵁ থেকে বর্ণিত সালাম.....৮০
২. ইবনে আব্বাস ﵁ থেকে বর্ণিত সালাম ৮০
৩. আবু মুসা ﵁ থেকে বর্ণিত সালাম..... ৮১
৪. উমর ﵁ থেকে বর্ণিত সালাম..... ৮১
৫. আয়েশা ﵁ থেকে বর্ণিত সালাম..... ৮২
৬. ইবনে উমর ﵁ থেকে বর্ণিত সালাম..... ৮২
একনজরে নবিজি থেকে বর্ণিত দরূদসমূহ ৮২
একনজরে নবিজি থেকে বর্ণিত সালামের শব্দমালা ৮৯

পঞ্চম অধ্যায় : দরূদ পাঠের নির্ধারিত কিছু সময়.....৯১

১. মসজিদে প্রবেশ করা ও বের হওয়ার সময়..... ৯১

২. আযানের পর ৯২

৩. ইকামতের সময় ৯২

৪. শেষ বৈঠকে তাশাহহুদের পর ৯৩

৫. দুআয়ে কুনুতের শেষে ৯৪

৬. দুআর সময় ৯৪

৭. তাহাজ্জুদের উদ্দেশ্যে জাগ্রত হওয়ার সময়.....৯৫

৮. জুমুআ-ঈদ এবং অন্যান্য খুতবায়.....৯৫

৯. জুমুআর দিন ৯৬

জুমুআর দিনে পঠিত বিশেষ দরুদ : একটি পর্যালোচনা..... ৯৭

১০. জানাযার নামাযে ৯৯

হজ্জের বিভিন্ন আমল আদায়কালে ৯৯

সাফা-মারওয়ায় দরূদ পাঠ ৯৯

হাজরে আসওয়াদ চুম্বন করার সময়.....১০০

মসজিদে খায়ফে দরূদ পাঠ.....১০০

নবিজির রওযা মোবারকে দাঁড়িয়ে ১০১

কোথাও একত্র এবং আলাদা হওয়ার সময় ১০১

নবিজির নাম উল্লেখ হলে.....১০১

বাজারে গিয়ে এবং দাওয়াত থেকে প্রত্যাবর্তনের সময় ১০২

সকাল-বিকাল ১০২

দরূদ শরীফ : সফলতার চাবিকাঠি.....১০২

নবিজির নাম মোবারক লিখলে.....১০৩

বান্দার কোনো প্রয়োজন দেখা দিলে ১০৩

চিঠিপত্র লেখার সময় ১০৪
কিছু কথা.....১০৪
একনজরে হাদিসে বর্ণিত দরূদ পাঠের সময়..... ১০৫

ষষ্ঠ অধ্যায় : দরূদ ও সালাম লেখার গুরুত্ব ১০৬

দরূদ লেখার গুরুত্ব সম্পর্কে মুহাদ্দিসদের মতামত..... ১০৬
দরূদ লিখে বিভিন্ন প্রতিদান পাওয়ার কিছু ঘটনা ১০৮
দরূদের ব্যাপারে স্বপ্নে সতর্ক করে দেয়া ১০৯
দরূদ সাংকেতিক চিহ্ন দিয়ে লেখা ঠিক নয়.....১১০
দরূদ ও সালাম সংক্ষেপ করে কে কী সমস্যার সম্মুখিন হলেন..... ১১১
দরূদ সংক্রান্ত বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে কিছু কথা..... ১১২
দরূদ লেখার ফযিলত সংক্রান্ত দুটি হাদিস.....১১৫

সপ্তম অধ্যায় : বিবিধ ১২০

একটি প্রশ্নের সমাধান.....১২০
দরূদ পাঠে বা লেখায় বিকৃতি নবি প্রেমিকের কাম্য নয় ১২১
একটি বলার ভুল : আলাইহিস সাল্লাম..... ১২২
স্মরণশক্তি বৃদ্ধির পরীক্ষিত একটি দরূদ.....১২৩
দরূদে 'নারিয়া' না 'তাযিয়া' ১২৪
দরূদে ইবরাহিমিতে উল্লিখিত কামা বারাকতা... কি সহিহ নয়?.....১২৬
দরূদে মাছুরকে বেশি গুরুত্ব দেয়া উচিত ১২৭
দরূদে ইবরাহিমি কি শুধু নামাযের জন্য! ১২৮
স্বপ্নে পাওয়া দরূদ : একটি নিবেদন ১২৮

দরূদের ওযিফা : কিছু কথা..... ১২৯
নবিজিকে স্বপ্নে দেখার দরূদ : কিছু কথা..... ১৩০
এটা কি দরূদ পাঠের সঠিক পদ্ধতি? ১৩৪
আমাদের দরূদ যেন প্রথাগত না হয় ১৩৮
দরূদে সাইয়্যিদিনা শব্দ যুক্ত করা : একটি পর্যালোচনা..... ১৪০
দরূদে মাওলানা শব্দ যুক্ত করা : একটি পর্যালোচনা..... ১৫১
হাদীস দুর্বল হলেই কি প্রত্যাখ্যাত?..... ১৫৩

প্রথম অধ্যায়

সালাতের অর্থ ও দরূদ পাঠের উদ্দেশ্য

সালাতের অর্থ

দরূদ সম্পর্কে লিখিত বিভিন্ন কিতাবের পাশাপাশি হাদিসের ব্যাখ্যাগ্রন্থে এ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা রয়েছে। তা ছাড়া তাফসিরের কিতাবাদিতে إِنَّ اللَّهَ وَمَلَٰئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ আয়াতের ব্যাখ্যায় এ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হয়েছে।

সালাত শব্দের মূল ধাতু কী? কোন শব্দ থেকে সালাত শব্দটির উৎপত্তি? এর মূল অর্থ কী? শব্দটি কোন কোন অর্থে প্রয়োগ হয়ে থাকে? সবকিছুই ওই সকল কিতাবে উল্লেখ করা হয়েছে। এখানে এ সম্পর্কে দীর্ঘ কোনো আলোচনা করা আমার উদ্দেশ্য নয়। তবে যেহেতু 'সালাত' শব্দটি নামাজের ক্ষেত্রেও প্রয়োগ হয়, আবার প্রিয় নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরূদ পাঠকেও আরবিতে সালাত বলা হয়, তাই সালাতের মূল অর্থ এবং اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ এর মধ্যে আমরা যে সালাতের কথা বলি এই সালাতের কী অর্থ—এগুলো জেনে রাখা প্রয়োজন। যাতে দরূদের মর্ম বুঝে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠ করতে পারি। এ উদ্দেশ্যেই নিচে এ সংক্রান্ত কিছু আলোচনা করা হলো।

সালাতের মূল অর্থ : সালাতের মূল অর্থ হলো দুআ। যেমন কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেন,

صَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ

> **'তাদের জন্য দুআ করো। নিশ্চয়ই তোমার দুআ তাদের জন্য প্রশান্তিদায়ক।'**[২]

[২] সূরা তাওবা, আয়াত : ১০৩

উক্ত আয়াতের মধ্যে صلاتك শব্দটি দুআর অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

দুআ দুইভাবে হয়ে থাকে :

❁ এক. دعاء المسئلة কোনোকিছু কামনা করে আল্লাহ তাআলাকে ডাকা, আহ্বান করা।

❁ দুই. دعاء العبادة অর্থাৎ আল্লাহ তাআলার ইবাদত ও আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁকে ডাকা।

কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِيٓ أَسْتَجِبْ لَكُمْ

> **'আমাকে ডাকো। আমি তোমাদের দুআ কবুল করব।'[৩]**

এর মধ্যে ادْعُونِيٓ প্রথম অর্থে (কোনোকিছু চাওয়া) ব্যবহার হয়েছে। আর অন্য স্থানে আল্লাহ তাআলা বলেন,

وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ

> **'তারা আল্লাহকে ছেড়ে যাদের ইবাদত করে, তারা কিছুই সৃষ্টি করতে পারে না।' [৪]**

এর মধ্যে يَدْعُونَ শব্দটি দ্বিতীয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে।

যা হোক, সালাত শব্দের মধ্যে দুআর দুটি দিকই রয়েছে। অর্থাৎ এটা دعاء المسئلة এর ক্ষেত্রে যেমন ব্যবহার হয়, دعاء العبادة এর ক্ষেত্রেও ব্যবহার হয়ে থাকে।

দরূদকে যে কারণে সালাত বলা হয়

পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সালাতের মূল অর্থ হলো দুআ। আর নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠের উদ্দেশ্য হলো, তাঁর জন্য দুআ করা। অর্থাৎ আমাদের اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ বলার উদ্দেশ্য হলো, আমরা আল্লাহ তাআলার কাছে দুআ করলাম, যেন তিনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি রহমত এবং বরকত নাযিল করেন। দরূদ পাঠের মধ্যে যেহেতু

---

[৩] সূরা গাফির, আয়াত : ৬০

[৪] সূরা নাহল, আয়াত : ২০

নবিজির জন্য দুআ করা হয়, তাই দরূদকে বলা হয় 'সালাত'।

সালাত শব্দের প্রয়োগক্ষেত্র

দরূদকে সালাত নামকরণের যে কারণ উল্লেখ করা হয়েছে, তা ছিল সালাতের মূল অর্থ বিবেচনায়। কিন্তু এর প্রয়োগক্ষেত্র অনেক ব্যাপক। যেমন: সালাত শব্দটি ক্ষমা করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা, রহমত-বরকত চাওয়া, রহমত-বরকত অবতীর্ণ করা, কখনো প্রশংসা ও সম্মানিত করার জন্য চাওয়া ইত্যাদি অর্থে প্রয়োগ হয়। আর এটি সালাত প্রেরণকারী ও যার প্রতি সালাত প্রেরণ করা হচ্ছে—উভয়ের ভিন্নতার কারণেই হয়ে থাকে। কেননা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সালাত শুধু সাধারণ মুমিনদের পক্ষ থেকেই যে হয়—এমন নয়, বরং তাঁর প্রতি সাধারণ মুমিনদের পাশাপাশি ফেরেশতাগণও সালাত প্রেরণ করে থাকেন। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

> **'নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবির প্রতি সালাত প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি প্রচুর পরিমাণে সালাত ও সালাম প্রেরণ করো।'**[৫]

শুধু নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতিই যে সালাত প্রেরণ করা হয়—তা নয়। বরং সাধারণ মুমিনগণের প্রতিও আল্লাহ তাআলা এবং ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে সালাত প্রেরিত হয়। যেমন কুরআনুল কারীমে বলা হয়েছে,

هُوَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهٗ

> **'তিনি তোমাদের প্রতি সালাত প্রেরণ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও।'**[৬]

খোদ নবি কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকেও তাঁর কোনো কোনো উম্মতের প্রতি সালাত প্রেরণের কথা হাদিসে বর্ণিত হয়েছে। নবি কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى آلِ اَبِيْ اَوْفٰى

[৫] সূরা আহযাব, আয়াত : ৫৬
[৬] সূরা আহযাব, আয়াত : ৪৩

> **‘হে আল্লাহ! আলে আবি আওফার প্রতি সালাত অবতীর্ণ করো।’[৭]**

সুতরাং কে সালাত প্রেরণ করছেন, কার প্রতি সালাম প্রেরিত হচ্ছে—এ বিষয়গুলো মনে রেখেই সালাতের মর্ম নির্ধারণ করতে হবে।

আল্লাহ তাআলার সালাত প্রেরণের অর্থ

আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে প্রেরিত সালাত দুই প্রকার :

ক. সাধারণ মুমিনদের প্রতি সালাত। যেমন : কুরআন মাজীদে তিনি ইরশাদ করেন,

هُوَ الَّذِيْ يُصَلِّيْ عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهٗ

> **‘তিনি তোমাদের প্রতি সালাত প্রেরণ করেন এবং তাঁর ফেরেশতাগণও।’[৮]**

খ. নবি ও রাসূলদের প্রতি, বিশেষত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সালাত।

আল্লাহ তাআলার সালাত প্রেরণের কী অর্থ, এ বিষয়ে উলামায়ে কেরামের বিভিন্ন মত রয়েছে। যেমন :

- ইবনু আব্বাস ﵄, যাহহাক বিন মুযাহিম ﵀ (মৃ. ১০৫ হি.), সুফিয়ান সাওরি ﵀ (মৃ. ১৬১ হি.), ইমামুল আরাবিয়্যা মুবাররিদ ﵀ (২১০-২৮৬ হি.) ইবনুল আরাবি ﵀ (৪৬৮-৫৪৩ হি.), ফখরুদ্দিন রাযি ﵀ (৫৪৪-৬০৬ হি.) সহ অনেকের অভিমত হলো, আল্লাহর সালাতের অর্থ রহমত বর্ষণ করা।

- মুকাতিল বিন হাইয়্যান ﵀ (মৃ. ১৫০ হি. এর পূর্বে) এবং মালিকি মাযহাবের প্রসিদ্ধ আলিম শিহাবুদ্দিন কারাফি ﵀ (৬২৬-৬৮৪ হি.) প্রমুখের মতে আল্লাহর সালাত প্রেরণের অর্থ ক্ষমা করা।[৯]

- *মুফরাদাতু গারিবিল কুরআন* কিতাবের লিখক আল্লামা রাগিব আসফাহানি ﵀ (মৃ. ৫০২ হি.) বলেন, আল্লাহ তাআলার সালাতের অর্থ ‘তাযকিয়াহ’

---

[৭] সহিহ বুখারি, হাদিস : ১৪৯৭, ৪১৬৬; সহিহ মুসলিম, হাদিস : ১০৭৮

[৮] সূরা আহযাব, আয়াত : ৪৩

[৯] ফাতহুল বারি, হাফেজ ইবনু হাজার : ১৪/৩৭২-৩৭৩; আল-কাউলুল বাদি : ১৪/১৭

তথা পবিত্র করা।[১০]

- প্রসিদ্ধ মুফাসসির ও ফকিহ আল্লামা ইবনু আতিয়্যাহ ﵀ (৪৮১-৫৪২ হি.) বলেন, বান্দার প্রতি আল্লাহর সালাত হলো, তাকে ক্ষমা করা, রহমত ও বরকত দান করা এবং দুনিয়া ও আখিরাতে সম্মানিত করা। অন্য স্থানে বলেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দার প্রতি সালাতের অর্থ বান্দার প্রতি রহমত বর্ষণ, বরকত প্রদান এবং বান্দার উত্তম প্রশংসা প্রচার করা।[১১]
- প্রসিদ্ধ তাবিয়ি আবুল আলিয়া ﵀ (মৃত. ৯০ হি.) বলেন, এর অর্থ ফেরেশতাদের কাছে বান্দার প্রশংসা করা এবং তাকে সম্মানিত করা।[১২]
- কেউ কেউ বলেছেন, আল্লাহর পক্ষ থেকে নবি কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সালাত হলো তাঁর প্রশংসা করা এবং তাঁকে সম্মানিত করা। আর অন্যান্য মাখলুকের প্রতি তাঁর সালাত হলো রহমত বর্ষণ করা।[১৩]
- কাযি ইয়াজ ﵀ (মৃ. ৫৪৪ হি.) বকর ইবনু মুহাম্মাদ ইবনুল আলা আল কুশাইরি ﵀ (মৃ. ৩৪৪ হি.) থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্যদের প্রতি সালাত হলো রহমত বর্ষণ করা।[১৪]

হাফেজ ইবনু হাজার ﵀ (মৃ. ৮৫২ হি.) শেষোক্ত দুটি মত উল্লেখ করে বলেন, উপর্যুক্ত আলোচনা দ্বারা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং অন্যান্য মুমিনদের প্রতি আল্লাহ তাআলার সালাতের মধ্যে পার্থক্য প্রকাশ পেয়ে যায়।[১৫]

ফেরেশতাদের সালাতের অর্থ

ইবনু আব্বাস ﵄, প্রসিদ্ধ তাবিয়ি আবুল আলিয়া ﵀ (মৃ. ৯০ হি.) এবং প্রসিদ্ধ মুফাসসির যাহহাক বিন মুযাহিম ﵀ (মৃ. ১০৫ হি.)-এর মতে, ফেরেশতাদের সালাত মানে হলো নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য দুআ করা। ইবনু আব্বাস ﵄-এর অন্য একটি অভিমত এবং প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস সুফিয়ান সাওরি ﵀ (মৃ. ১৬১ হি.)-এর মতে, ফেরেশতাদের সালাত হলো নবি সাল্লাল্লাহু

[১০] আল-কাউলুল বাদি : ১৪-১৭
[১১] আল-কাউলুল বাদি : ১৪-১৭
[১২] আল-কাউলুল বাদি : ১৪-১৭
[১৩] ফাতহুল বারি, হাফেজ ইবনু হাজার : ১৪/৩৭৩
[১৪] ফাতহুল বারি, হাফেজ ইবনু হাজার : ১৪/৩৭৩
[১৫] ফাতহুল বারি, হাফেজ ইবনু হাজার : ১৪/৩৭৩

আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা। মুকাতিল বিন হাইয়্যান বলেন, ফেরেশতাদের সালাত হলো ওই নম্রতা—যা রহমত চাওয়ার প্রতি উদ্‌বুদ্ধ করে।

আবুল আলিয়া ﵀-এর অন্য আরেকটি অভিমত হচ্ছে, ফেরেশতাদের সালাত হলো আল্লাহর কাছে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি প্রশংসা এবং তাঁকে সম্মানিত করার জন্য প্রার্থনা করা।[১৬]

সাধারণ মুমিনদের সালাতের অর্থ

'মুফরাদাতু গারিবিল কুরআন' কিতাবের লেখক আল্লামা রাগিব আসফাহানি ﵀ (মৃ. ৫০২ হি.) বলেন, মুমিনদের সালাতের অর্থ হলো নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য দুআ।

আবুল আলিয়া ﵀ এবং মাওয়ারদি[১৭] ﵀ বলেন, এর অর্থ আল্লাহর কাছে নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য প্রশংসা ও সম্মানিত করার জন্য দুআ করা।

হালিমি[১৮] ﵀ (৩৩৮-৪০৩ হি.) তাঁর 'শুআবুল ঈমান' গ্রন্থে বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি সালাতের অর্থ তাঁকে সম্মানিত করা। তাই আমাদের اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ বলার অর্থ হলো عظم محمدا অর্থাৎ 'হে আল্লাহ! আপনি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে সম্মানিত করুন'। উদ্দেশ্য হলো দুনিয়াতে তাঁর শরীয়তকে স্থায়ী রেখে, তাঁর দ্বীনকে বিজয়ী করে এবং তাঁর আলোচনাকে উঁচু করে আর আখিরাতে তাঁকে বেশি প্রতিদান দান করে এবং উম্মতের ব্যাপারে তাঁর সুপারিশ গ্রহণ করে ও 'মাকামে মাহমুদ' দান করার মাধ্যমে তাঁর ফজিলত প্রকাশ করে তাঁকে সম্মানিত করুন।[১৯]

সর্বোত্তম মত : নবি কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে, ফেরেশতাদের পক্ষ থেকে, সাধারণ মুমিনদের পক্ষ থেকে সালাত প্রেরিত হয়। যখন যার দিকে সালাতের সম্বন্ধ হবে, তার শান অনুযায়ী সালাতের অর্থ নির্ধারিত হবে। এ হিসেবে সাধারণত বলা হয়, আল্লাহর সালাত হলো রহমত বর্ষণ করা, আর ফেরেশতাদের সালাত হলো ইসতিগফার করা, আর মুমিনদের সালাত হলো রহমত বর্ষণের দুআ করা। তবে হাফেজ ইবনু হাজার

[১৬] ফাতহুল বারি : ১৪/৩৭২-৩৭৩; আল-কাউলুল বাদি : ১৪-১৭

[১৭] তিনি সময়ের শ্রেষ্ঠ বিচারপতি ছিলেন। ফিকহ, তাফসির-সহ বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর অনেক সংকলন রয়েছে। (আল-আলাম, যিরিকলি : ৪/৩২৭)

[১৮] তিনি শাফিয়ি মাযহাবের অনুসারী একজন ফকিহ আলিম ছিলেন। (প্রাগুক্ত : ২/২৩৫)

[১৯] ফাতহুল বারি : ১৪/৩৭৩; আল-কাউলুল বাদি : ১৬-১৭

﵀ (মৃ. ৮৫২ হি.) ফাতহুল বারিতে (১৪/৩৭৪) বলেন, সর্বোত্তম অভিমত হলো—যা আবুল আলিয়া ﵀ থেকে বর্ণিত। অর্থাৎ আল্লাহর সালাতের অর্থ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসা করা এবং তাঁকে সম্মানিত করা। আর ফেরেশতা ও অন্যান্যদের সালাতের অর্থ উপর্যুক্ত বিষয়টি আল্লাহর কাছে চাওয়া অর্থাৎ অতিরিক্ত চাওয়া। (মূল সালাত নয়,) কেননা মূল সালাত তো আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাদের চাওয়া ছাড়াই হচ্ছে।

আল্লামা মনযুর নুমানি ﵀ (মৃ. ১৪১৮ হি.) মাআরিফুল হাদিস গ্রন্থে (৫/৩৫৪) বলেন, সালাত শব্দের অর্থ অনেক। যেমন : দুআ করা, সম্মানিত করা, প্রশংসা করা, মর্যাদা-সম্মান ও স্নেহ-সোহাগ করা, রহমত-বরকত দান করা ইত্যাদি। তাই এটা আল্লাহ তাআলা, ফেরেশতাগণ ও মুমিন বান্দা—সবার পক্ষ থেকে সমভাবে হতে পারে। পার্থক্য শুধু এতটুকু যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে সালাত তাঁর উঁচু শান অনুযায়ী হবে, ফেরেশতাদের সালাত হবে তাদের মর্যাদা অনুপাতে, আর মুমিন বান্দাদের সালাত হবে তাদের নিজেদের মর্যাদা অনুপাতে।

إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ-এর ব্যাখ্যা

উপর্যুক্ত আলোচনার আলোকে এই আয়াতের ব্যাখ্যা হচ্ছে, আল্লাহ তাআলা স্বীয় নবির প্রতি অত্যন্ত সদয় ও প্রসন্ন। তাঁর আদর-সোহাগ অহরহ তাঁর হাবিবের প্রতি বর্ষিত হচ্ছে। তিনি তাঁর প্রশংসায় মুখর এবং তাঁকে উচ্চ থেকে উচ্চতর মর্যাদায় আসীন করতে যত্নবান। ফেরেশতাগণও তাঁকে অত্যন্ত সম্মান-সমীহ করে থাকেন। তাঁর প্রশংসা-স্তুতিতে তারাও পঞ্চমুখ। সর্বদা তাঁর মর্যাদা বৃদ্ধির জন্যে তারা আল্লাহ তাআলার দরবারে দুআয় রত। সুতরাং হে মুমিন বান্দারা! তোমরাও অনুরূপ করো। সর্বদা আল্লাহ তাআলার দরবারে তাঁর জন্যে স্নেহ, মর্যাদা বৃদ্ধি, 'মাকামে মাহমুদ'-এ আসীন করা এবং গোটা বিশ্বের ইমামত দান, তাঁর সীমাহীন কবুলিয়াত এবং শাফায়াতের দুআ করে তাঁর প্রতি সালাত ও সালাম প্রেরণ করো।[২০]

দরূদ পাঠের মাকসাদ (উদ্দেশ্য) ও হিকমত

হালিমি[২১] ﵀ (৩৩৮-৪০৩ হি.) তাঁর শুআবুল ঈমান গ্রন্থে বলেন, নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি দরূদ পাঠের উদ্দেশ্য হলো আল্লাহ তাআলার

[২০] মাআরিফুল হাদিস, মনযুর নুমানি ﵀ : ৬/৩৫৪-৩৫৫

[২১] তাঁর সম্পর্কে ইতিপূর্বে আলোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সালাম পাঠের ফজিলত এবং না পড়ার পরিণাম

সালাত ও সালাম হচ্ছে সর্বোত্তম ও সর্বাধিক মর্যাদা-সম্পন্ন এক প্রকার দুআ। এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর সাথে ঈমানি সম্পর্ক এবং তাঁর প্রতি আনুগত্যের দাবিও বটে। কুরআনুল কারীমে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এর আদেশ ঘোষিত হয়েছে এভাবে :

إِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

> **'নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ নবির প্রতি সালাত প্রেরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমরাও তাঁর প্রতি প্রচুর পরিমাণে সালাত ও সালাম প্রেরণ করো।'[২৯]**

উক্ত আয়াতে মুমিনদের উদ্দেশ্য করে বলা হয়েছে, তারা যেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি সালাত ও সালাম প্রেরণ করে। আর এটিই হচ্ছে আয়াতের মূল বিষয়। এই সম্বোধন ও আদেশের প্রতি গুরুত্বারোপ এবং এতে জোর দেয়ার উদ্দেশ্যে ভূমিকাস্বরূপ বলা হয়েছে :

إِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ

অর্থাৎ নবিজির প্রতি যে সালাতের নির্দেশ তোমাদেরকে করা হয়েছে, এটি খোদ আল্লাহ তাআলা ও ফেরেশতাকুলের আমল। তোমরাও একে তোমাদের অভ্যাসে পরিণত করো। এই মুবারক আমলে শরিক হয়ে যাও।

আদেশ দান ও সম্বোধনের এ ভঙ্গিটি কুরআনে কেবল সালাত ও সালামের

---

[২৯] সূরা আহযাব, আয়াত : ৫৬

ক্ষেত্রেই অবলম্বন করা হয়েছে। অন্য কোনো আমলের ব্যাপারে বলা হয়নি যে, স্বয়ং আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর ফেরেশতাগণ এরূপ করে থাকেন, সুতরাং তোমরাও করো। নিঃসন্দেহে এটি সালাত ও সালামের অনন্য বৈশিষ্ট্য।

যদি দরূদ পাঠের অন্য কোনো ফজিলত নাও থাকত, তবুও আল্লাহ তাআলার এই আদেশ এবং সম্বোধনের এই ধরনই বিষয়টির গুরুত্ব প্রকাশের জন্য যথেষ্ট ছিল। উপরন্তু রয়েছে নবি কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত দরূদের ফজিলত সংক্রান্ত অসংখ্য হাদিস।

মোটকথা, দরূদ পাঠের ফজিলত অপরিসীম—যা হাদিসের কিতাবাদি ও দরূদের স্বতন্ত্র গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। হাফেজ সাখাবি ﵀ 'আল-কাউলুল বাদি' (৯০২ হি.) গ্রন্থে এবং আল্লামা ইবনু কাইয়্যিমিল জাওযিয়্যাহ ﵀ (৭৫১ হি.) 'জিলাউল আফহাম' গ্রন্থে দরূদ পাঠের অনেক ফজিলত ও উপকারিতার কথা উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন কিতাবে দরূদ পাঠের অসংখ্য ফাযায়েল ও ফাওয়াইদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যেগুলোর কোনোটি সহিহ হাদিস দ্বারা প্রমাণিত আর কোনোটি অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণিত। এ সকল ফাওয়াইদ এখানে বিস্তারিত উল্লেখ করা আমার উদ্দেশ্য নয়।

যে বিষয়টি এখানে আমি উল্লেখ করতে চাচ্ছি—তা হলো: দরূদ যেহেতু অতি গুরুত্বপূর্ণ আমল, তাই এর ফজিলত অনেক বেশি হওয়াই স্বাভাবিক। তবে লক্ষণীয় বিষয় হলো, উপর্যুক্ত ফজিলত ও উপকারিতা এবং এ জাতীয় আরও যেগুলো বিভিন্ন কিতাবে পাওয়া যায়, এগুলোর মধ্যে যেসকল বিষয় আখিরাতের সাথে সম্পর্কিত—যেমন জাহান্নাম থেকে মুক্তি দান, জান্নাতে প্রবেশ করানো, এত বৎসরের গুনাহ মাফ করে দেয়া, আরশের নিচে ছায়া দেয়া ইত্যাদি—সেসকল বিষয়কে দরূদের ফজিলত হিসেবে উল্লেখ করতে হলে অবশ্যই সহিহ হাদিসে বা কমপক্ষে ফজিলতের ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য হয় এমন বর্ণনায় থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোনো জাল, আপত্তিকর, পরিত্যাজ্য বর্ণনা গ্রহণযোগ্য হবে না।

আর যেসকল বিষয় দুনিয়াবি কোনো উপকারের সাথে সম্পর্কিত, যেমন অসুখ ভালো হয়ে যাওয়া, চিন্তা দূর হওয়া, ভুলে যাওয়ার রোগ দূর হওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলো যদি কোনো নির্ভরযোগ্য বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত নাও হয়, বরং অভিজ্ঞতার আলোকে প্রমাণিত হয়—যেমন কেউ পেরেশানির সময় দরূদ পাঠ করল এবং তার পেরেশানি দূর হয়ে গেল, এখন সে দরূদ পাঠের উপকারিতার মধ্যে বিষয়টি উল্লেখ করল এভাবে যে, 'আমি দরূদ পাঠ করে এই উপকার পেয়েছি'—তাহলে এমনটি করার সুযোগ তো অবশ্যই রয়েছে। হ্যাঁ, এ সকল অভিজ্ঞতার আলোকে অর্জিত বিষয়গুলোকে হাদিস হিসেবে উল্লেখ করলে এবং

সাথে قَالَ رَسُوْلُ اللهِ (রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন) যুক্ত করলে অবশ্যই কবীরা গুনাহ হবে।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অভিজ্ঞতার আলোকে প্রাপ্ত দরূদের উপকারিতা প্রচার করতে কোনো বাধা নেই, তথাপি হাদিসে বর্ণিত ফজিলতসমূহের ওপরই ক্ষান্ত থাকা উচিত। কী প্রয়োজন আমাদের নিজেদের পক্ষ থেকে দরূদ পাঠের উপকারিতা তৈরি করে মানুষের সামনে উপস্থাপন করার? দরূদ-সালামের ফজিলতের জন্য তো তা-ই যথেষ্ট, যা নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে গ্রহণযোগ্য সূত্রে বর্ণিত হয়েছে।

হাফেজ ইবনু হাজার ﵀ (৮৫২ হি.) দরূদের ফজিলত সংক্রান্ত কয়েকটি হাদিস উল্লেখ করে বলেন, এগুলো এ বিষয়ে বর্ণিত হাদিসসমূহের মধ্যে ভালো বর্ণনা। তবে এ বিষয়ে দুর্বল ও অতি দুর্বল অনেক হাদিসও রয়েছে। আর কাহিনিকারকরা এ বিষয়ে যা তৈরি করেছে, এর তো কোনো সীমা-ই নেই। শক্তিশালী বর্ণনাগুলো এ সকল বিষয় থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিয়েছে।[৩০]

পরিতাপের বিষয় হলো, এতসব ফজিলতের কথা নির্ভরযোগ্য হাদিসে থাকা সত্ত্বেও আমরা এগুলোকে যথেষ্ট মনে করছি না, বরং নিজেদের পক্ষ থেকে নতুন নতুন ফজিলত এতে সংযোজন করছি। এরচেয়ে জঘন্যতম বিষয় হলো, আমাদের সংযোজিত বিষয়গুলোকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নামে চালিয়ে দিচ্ছি। অথচ নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃত আমার প্রতি মিথ্যারোপ করল, সে যেন জাহান্নামে তার স্থান নির্ধারণ করে নেয়।'

রহমত, নেকি, মর্যাদা এবং পাপ মোচনের উপায়

ক. আবু হুরায়রা ﵁ বলেন, নবি কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার প্রতি এক বার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি দশটি রহমত বর্ষণ করবেন।'[৩১]

খ. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আস ﵁ বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-কে বলতে শুনেছি, "তোমরা যখন মুয়াযযিনকে আযান দিতে শোনো, সে যা বলে তোমরাও তা বোলো; অতঃপর আমার প্রতি দরূদ পোড়ো। কেননা যে ব্যক্তি আমার প্রতি এক বার দরূদ পড়বে,

[৩০] ফাতহুল বারি : ১৪/৩৯২

[৩১] সহিহ মুসলিম, হা. ৪০৮; তিরমিযি, হা. ৪৮৫; আবু দাউদ, হা. ১৫৩০; নাসায়ি, হা. ১২৯৬

আল্লাহ তাআলা তার প্রতি দশটি রহমত বর্ষণ করবেন। এরপর আমার জন্য আল্লাহর কাছে ওসিলার সওয়াল কোরো। কেননা 'ওসিলা' জান্নাতের একটি মানযিল। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে একজন ব্যতীত আর কেউ এর যোগ্য হবে না। আশা করি আমিই হব সেই ব্যক্তি। তাই যে ব্যক্তি আমার জন্য ওসিলা চাইবে, তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে যাবে।"'[৩২]

গ. আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, নবি কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি এক বার আমার প্রতি দরূদ পড়বে, আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে তার জন্য ১০টি নেকি লিখে দেবেন।'[৩৩]

ঘ. আনাস ﵁ থেকে বর্ণিত, নবি কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আমার প্রতি এক বার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি ১০টি রহমত বর্ষণ করবেন, ১০টি গুনাহ মোচন করবেন এবং তার জন্য ১০টি স্তর উন্নীত করবেন।'[৩৪]

ঙ. উমর ইবনুল খাত্তাব ﵁ থেকে বর্ণিত, নবি কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'জিবরীল আলাইহিস সালাম আমার কাছে এসে জানিয়েছেন, "আপনার উম্মতের মধ্যে যে ব্যক্তি এক বার আপনার প্রতি দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি ১০টি রহমত বর্ষণ করবেন, তার ১০টি স্তর উন্নীত করবেন।"'[৩৫]

চ. আনাস ﵁ নবি কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, 'আমার কাছে জিবরীল আলাইহিস সালাম এসে জানিয়েছেন, "যে ব্যক্তি আপনার প্রতি এক বার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি ১০টি রহমত বর্ষণ করবেন এবং তার জন্য উন্নীত করবেন।"' রাবি বলেন, 'আমার ধারণা দশটি স্তর বলেছেন।'[৩৬]

---

[৩২] সহিহ মুসলিম, হা. ৩৮৪; তিরমিযি, হা. ৩৬১৪; আবু দাউদ, হা. ৫২৩; নাসায়ি, হা. ৬৭৮

[৩৩] মুসনাদে আহমাদ : ২/২৬২, ১৩/৭৫৬২; সহিহ ইবনু হিব্বান, হাদিস : ৯০৫-৯১৩

[৩৪] নাসায়ি, হা. ১২৯৭; আল আহাদিসুল মুখতারাহ : ৪/৩৯৭; শুআবুল ঈমান, বাইহাকি : ৩/১২৫ [হাদিসের সনদ নির্ভরযোগ্য]

رُفِعَتْ لَهُ عَشْرُ دَرَجَاتٍ —এই অংশটুকু ছাড়া বাকি অংশ মুসনাদে আহমাদ : ১৯/১১৯৯৮; সহিহ ইবনু হিব্বান, হাদিস : ৯০৪; মুসতাদরাকে হাকিম : ১/৫৫০; আল আহাদিসুল মুখতারাহ : ৪/৩৯৫-এ বর্ণিত হয়েছে। হাকিম ﵀ সনদকে সহিহ বলেছেন, আর যাহাবি ﵀-ও এতে একমত হয়েছেন।

[৩৫] তাবারানি আউসাত : ৬/৩৫৪; আল আহাদিসুল মুখতারাহ : ১/১৮৭

قال السخاوي في القول صفحه :اسناده جيد بل صححه بعضهم

[৩৬] মুসনাদে বাজ্জার-কাশফুল আসতার : ৪/৪৬; মারিফাতুস সাহাবা, আবু নুআঈম : ১/৩০৫ ৯৮৪; আল-আদাবুল মুফরাদ, ইমাম বুখারি : ৩৩৩ [হাদিসের মর্ম সঠিক। কেননা এই মর্মে অসংখ্য

ছ. আবু তালহা ﷺ থেকে বর্ণিত, এক বার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাশরিফ আনলেন, তাঁর মুখমণ্ডল তখন অত্যন্ত প্রসন্ন ছিল। তিনি বললেন, 'জিবরীল আলাইহিস সালাম আমার কাছে এসে বলেছেন, "আপনি কি এতে সন্তুষ্ট নয় যে, আপনার প্রতিপালক বলেছেন, 'হে মুহাম্মাদ! (তোমার উম্মতের) যে ব্যক্তিই তোমার প্রতি এক বার সালাত প্রেরণ করবে, আমি তার প্রতি দশটি রহমত বর্ষণ করব; আর তোমার উম্মতের যে ব্যক্তিই তোমার প্রতি এক বার সালাম পাঠ করবে, আমি তার প্রতি দশটি শান্তি বর্ষণ করব।'?"'[৩৭]

জ. আবু বুরদা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে বান্দা-ই নিষ্ঠার সাথে আমার প্রতি সালাত পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার জন্য দশটি রহমত লিখে দেবেন, দশটি নেকি লিখে দেবেন, আর তার দশটি পাপ মোচন করবেন এবং তার দশটি স্তর উন্নীত করবেন।'[৩৮]

ঝ. উমাইর ইবনু উকবা ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমার উম্মতের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি অন্তর থেকে নিষ্ঠার সাথে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা এর বিনিময়ে তার প্রতি দশটি রহমত বর্ষণ করবেন, তার দশটি স্তর উন্নীত করবেন, তার জন্য দশটি নেকি লিখে দেবেন, তার দশটি পাপ মোচন করবেন।'[৩৯]

ঞ. আমীর ইবনু রাবিয়া ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'যে ব্যক্তি অন্তর থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি ১০টি রহমত বর্ষণ করবেন।'[৪০]

ট. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমার প্রতি কেউ দরূদ পাঠ করলে তা আমার কাছে পৌঁছে এবং আমি

হাদিস রয়েছে।]

[৩৭] নাসায়ি, হাদিস : ১২৮৩; মুসনাদে আহমাদ : ৪/৩০; ইবনু হিব্বান, হাদিস : ৯১৫; মুসতাদরাকে হাকিম : ২/৪২০; হাদিসটি সহিহ। صححه الحاكم ووافقه الذهبي

[৩৮] তাবারানি কাবীর : ২২/১৯৬; নাসায়ি কুবরা : ৯/৩১ [সনদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য]

قال ،/ :رجاله ثقات، وقد رواه البزار في مسنده :قال السخاوي في القول البديع: صفحـ رجاله ثقا :/ :الهيثمي في المجمع

[৩৯] নাসায়ি কুবরা : ৯/৩১; আমালুল ইয়াউমি ওয়াল লাইলাহ, নাসায়ি : পৃ. ১৬৭-১৬৬; হিলইয়াতুল আউলিয়া : ৮/২৭৩-২৭৪; মারিফাতুস সাহাবা, ইবনু কানে : ২/২৩৩

[৪০] মুসনাদে বাজ্জার : ৯/২৬৮ [সনদে আছিম ইবনু উবাইদুল্লাহ রাবী যদিও দুর্বল, তবে হাদিসটি সহিহ। কেননা হাদিসের মর্ম অন্যান্য সহিহ হাদিস দ্বারাও প্রমাণিত।]

তার প্রতি সালাত প্রেরণ করি। তা ছাড়া তার জন্য দশটি নেকি লেখা হয়।’[৪১]

ঠ. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘জুমুআর দিনে ও রাতে আমার প্রতি বেশি বেশি দরূদ পাঠ করো। কেননা যে ব্যক্তি এক বার আমার প্রতি দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি দশটি রহমত বর্ষণ করবেন।’[৪২]

ড. আনাস ﷺ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘যার সামনে আমার আলোচনা করা হবে, সে যেন আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে। কেননা আমার প্রতি যে এক বার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা তার প্রতি দশ বার রহমত বর্ষণ করবেন।’[৪৩]

দরূদ পাঠকারীর জন্য ফেরেশতাদের দুআ

ক. আমীর ইবনু রাবিয়া ﷺ নবি কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, ‘যে-কোনো মুসলিম ব্যক্তি যখন আমার প্রতি দরূদ পাঠ করে, ফেরেশতাগণ তার জন্য রহমতের দুআ করতে থাকেন, যতক্ষণ সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করতে থাকে। সুতরাং বান্দা চাইলে দরূদ কম পাঠ করুক, আর চাইলে অধিক পাঠ করুক।’[৪৪]

খ. আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ﷺ বলেন, ‘যে ব্যক্তি নবি কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি এক বার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তাআলা ও তাঁর ফেরেশতাগণ সত্তর বার তার প্রতি রহমত প্রেরণ করবেন। সুতরাং বান্দা চাইলে দরূদ কম পাঠ করুক, আর চাইলে অধিক পাঠ করুক।’[৪৫]

---

[৪১] তাবারানি আউসাত : ২/১৭৮ [সনদ হাসান]

وقال المنذري في الترغيب: لا بأس به ১৫৫ حسنه إسنادن السخاوي في القول: صفحـ

[৪২] জুযয়ুল আলফি দিনার, কাতিয়ি : (২১৭ নং-১৪২); বাইহাকি, সুনানে কুবরা : ৩/২৪৯ [সনদের রাবীগণ নির্ভরযোগ্য]

[৪৩] ইতহাফুল খিয়ারাহ, আবু দাউদ তায়ালিসি : ৬/৪৯৪, ৭/১২৪; নাসায়ি কুবরা : ৯/৩০; মুসনাদে আবু ইয়ালা : ৭/৭৫, হাদিস : ৪০০২ [হাদিসের সনদ হাসান]

[৪৪] ইবনু মাজাহ, হাদিস : ৯০৭; আল আহাদিসুল মুখতারাহ : ৮/১৮৯

صححه الإمام ابن جرير وحسنه الحافظ ابن حجر كما في القول صفحـ

[৪৫] মুসনাদে আহমাদ : ১১/৬৬০৫ [হাদিসের সনদ হাসান]

،২/৬৮০:المنذري في الترغيب ১৫৩ حسن إسناده ابن زنجوية في الأمالي كما في القول صفحـ

وقال الحافظ في .৬/৪৯৬: والبوصري في اتحاف الخيرة ،১০/২৪৮:والهيثمي في المجمع

.الحديث حسن ১১৭: الأمالي صحفـ

দরূদ নবিজির নিকটবর্তী হওয়ার মাধ্যম

ক. আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'কিয়ামতের দিন আমার প্রতি সর্বাধিক দরূদ পাঠকারীই আমার সবচেয়ে বেশি নিকটতম হবে।'[৪৬]

খ. আবু উমামা ﵁ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি বলেছেন, 'তোমরা প্রতি জুমুআয় আমার প্রতি বেশি বেশি দরূদ পাঠ করো। কেননা প্রতি জুমুআর দিনে আমার নিকট উম্মতের দরূদ উপস্থাপন করা হয়। সুতরাং যে ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি দরূদ পাঠ করবে, সে সবচেয়ে বেশি আমার নিকটবর্তী হবে।'[৪৭]

দরূদ কাফফারা ও যাকাত স্বরূপ

ক. আনাস ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমার প্রতি দরূদ পড়ো। কেননা আমার প্রতি দরূদ পড়া তোমাদের জন্য কাফফারা স্বরূপ।'[৪৮]

খ. আবু হুরায়রা ﵁ থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, 'আমার প্রতি দরূদ পড়ো। কেননা এটি তোমাদের জন্য যাকাত স্বরূপ।[৪৯] আর আল্লাহর নিকট আমার জন্য ওসিলা চাও। কেননা এটি জান্নাতের ওপরের একটি স্থান। এ স্থানটি শুধু এক ব্যক্তিই পাবে। আমার ধারণা, সেই ব্যক্তিটি আমিই হব।'[৫০]

---

[৪৬] তিরমিযি, হাদিস : ৪৮৪; মুসনাদে বাজ্জার : ৫/১৯০; সহিহ ইবনু হিব্বান, হাদিস : ৯১১ [ইমাম তিরমিযি হাদিসটিকে حسن غريب বলেছেন।]

[৪৭] সুনানে কুবরা, বাইহাকি : ৩/২৪৯ [হাদিসের সনদ হাসান]

وقال الحافظ الفتح والسخاوي في القول صفحـ /: حسن إسناد المنذري في الترغيب لا :/: بأس به.

[৪৮] আসসালাত আলান্নাবিয়্যি, ইবনু আবি আসিম : নং ৭৮

[৪৯] আল্লামা ইবনুল কাইয়্যিম ﵀ 'জিলাউল আফহাম' গ্রন্থে (৪৯৭) বলেন, উক্ত হাদিসে বলা হয়েছে, দরূদ পাঠকারীর জন্য যাকাত স্বরূপ। আর 'যাকাত' বৃদ্ধি, বরকত, পবিত্রতা ইত্যাদি (অর্থ)-কে অন্তর্ভুক্ত করে। আর পূর্বোক্ত হাদিসে দরূদকে 'কাফফারা' বলা হয়েছে। আর এটা (কাফফারা) গুনাহ মোচনকে অন্তর্ভুক্ত করে। সুতরাং এই দুই হাদিস থেকে প্রমাণিত হলো যে, দরূদ দ্বারা সকল পাপ থেকে নফসের পবিত্রতা অর্জন হয় এবং নফসের পরিপূর্ণতা ও ফজিলত বৃদ্ধি পায়। আর এই দুই জিনিস দ্বারাই নফসের পরিপূর্ণতা অর্জন হয়। এতে বোঝা গেল, নফসের পবিত্রতা নবিজির প্রতি দরূদ পড়া ব্যতীত অর্জন করা সম্ভব নয়।

[৫০] মুসনাদে আহমাদ : ১৪/৩৭৯; মুসনাদে ইসহাক ইবনু রাহুয়া : ১/৩১৫ [হাদিসটি নির্ভরযোগ্য]